بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৬ অক্টোবর, ২০২০ মোতাবেক ইখা, ১৩৯৯ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

আজ প্রথমে আমি যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ করব তাঁর নাম হযরত মুআওয়েয বিন হারেস (রা.)। হযরত মুআওয়েয (রা.) আনসারদের খাযরাজ গোত্রের সদস্য ছিলেন। হযরত মুআওয়েয (রা.)'র পিতার নাম ছিল, হারেস বিন রিফাআহ্ আর তাঁর মায়ের নাম ছিল, আফরা বিনতে উবায়েদ। হযরত মু'আয (রা.) এবং হযরত অওফ (রা.) তাঁর ভাই ছিলেন। এ তিনজনই তাদের পিতার পাশাপাশি মায়ের প্রতিও আরোপিত হতেন আর এ তিনজনকেই বনু আফরাও বলা হতো। **{উসদুল গাবাহ্ ফী মা'রেফাতিস সাহাবাহ্, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৩১, মুআওয়েয বিন আফরা (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত}, (আত্ তাবাকাতুল কুবরা লি-ইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৭৪, মুআওয়েয বিন আফরা (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত)**

কেবল ইবনে ইসহাক একথা বর্ণনা করেছেন যে, হযরত মুআওয়েয (রা.) ৭০ জন আনসারের সাথে আকাবার দ্বিতীয় বয়আতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। হযরত মুআওয়েয (রা.) উম্মে ইয়াযীদ বিনতে কায়েসকে বিয়ে করেন আর এই বিয়ের পর তাঁর পরিবারে দু'টি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। তাদের নাম ছিল হযরত রুবাইয়্যা বিনতে মুআওয়েয (রা.) এবং হযরত উমায়রাহ্ বিনতে মুআওয়েয (রা.)। **(আত্ তাবাকাতুল কুবরা লি-ইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৭৪, মুআওয়েয বিন আফরা (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত)**

হযরত মুআওয়েয (রা.) তাঁর দুই ভাই হযরত মু'আয এবং হযরত অওফ (রা.)'র সাথে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। **{উসদুল গাবাহ্ ফী মা'রেফাতিস সাহাবাহ্, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৩১, মুআওয়েয বিন আফরা (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত}**

বদরের যুদ্ধে বনু আফরা নামে পরিচিত হযরত মু'আয (রা.) হযরত অওফ (রা.) এবং হযরত মুআওয়েয (রা.) এবং তাঁদের মুক্ত ক্রীতদাস আবু হামরা (রা.)'র কাছে একটি মাত্র উট ছিল আর এর ওপর তারা পালাক্রমে আরোহণ করেছিলেন। **(কিতাবুল মাগাযী লিল্ওয়াকেদী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৮, বদরু আল্ কিতাল, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০১৩ সালে প্রকাশিত)**

এই রেওয়ায়েতটি হযরত মু'আয (রা.) বরাতে ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি, কিন্তু এখানে হযরত মুআওয়েয (রা.)'র ক্ষেত্রেও বর্ণিত হওয়া উচিত, তাই এখানেও আমি এটি বর্ণনা করছি।

হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) বদরের যুদ্ধের দিন বলেন, কে দেখে আসবে যে, আবু জাহলের কী পরিণতি হয়েছে? হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.) যান এবং গিয়ে দেখেন, তাকে আফরার দুই পুত্র তরবারি দিয়ে এত বেশি আঘাত করেছে যে, সে মৃতপ্রায়। হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.) জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি আবু জাহল? হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.) আবু জাহলের দাড়ি ধরলে আবু জাহল বলে, তোমরা কি এর চেয়ে বড় কোন মানুষকে হত্যা করেছ? অথবা এটি বলেছে যে, তার মতো বড় কোন মানুষকে তার জাতি কখনও হত্যা করেছে কি? **(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাব কতলু আবী জাহল, হাদীস নং: ৩৯৬২)**

বুখারীর এই হাদীসের ব্যাখ্যায় হযরত যয়নুল আবেদীন ওলীউল্লাহ্ শাহ্ সাহেব বলেন, কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে, আফরার দুই ছেলে মুআওয়েয (রা.) ও মু'আয (রা.) আবু জাহলকে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছিল কিন্তু পরে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.) তার দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করেছিলেন। ইমাম ইবনে হাজর এই সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন যে, হযরত মু'আয বিন আমর (রা.) এবং হযরত মু'আয বিন আফরা (রা.)-এর পর হযরত মুআওয়েয বিন আফরা (রা.)ও হয়তো তাকে আঘাত করেছিলেন। **(সহীহ্ বুখারী কিতাব ফরযুল খুমুস, বাবু মান লাম ইউখাম্মিসিল আসলাব..., হাদীস নং৩১৪১, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৪৯১ এর টীকা, রাবওয়ার নাযারাতে এশায়াত কর্তৃক প্রকাশিত উর্দূ অনুবাদ)**

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) আবু জাহলকে হত্যার ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেন, 'মানুষ অনেক আনন্দ-উল্লাস করে এবং নিজের জন্য একটি জিনিসকে কল্যাণকর জ্ঞান করে কিন্তু সেটিই তার ধ্বংস ও পতনের কারণ হয়। বদরের যুদ্ধের সময় মক্কার কাফিররা যখন আসে তখন তারা মনে করে, আমরা মুসলমানদের হত্যা করেছি আর আবু জাহল বলে, আমরা ঈদ উদ্‌যাপন করব এবং অনেক মদ পান করব। সে মনে করে, এখন মুসলমানদের হত্যা করার পরই ফিরে যাব, কিন্তু সেই আবু জাহলকেই মদীনার দুই বালক হত্যা করে। মক্কার কাফিররা মদীনাবাসীকে অত্যন্ত তুচ্ছ জ্ঞান করত আর তাকে অর্থাৎ আবু জাহলকে এমন আক্ষেপ নিয়ে মরতে হয় যে, তার শেষ ইচ্ছাটিও পূর্ণ হয় নি। আরবের রীতি ছিল, যুদ্ধে যদি কোন নেতা মারা যেত তাহলে তার গ্রীবাদেশ লম্বা করে কাটা হতো যেন বুঝা যায় যে, সে একজন নেতা ছিল। আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.) যখন তাকে দেখেন যে, সে নিথর, নিস্তেজ ও আহত অবস্থায় পড়ে আছে তখন জিজ্ঞেস করেন, তোমার কী অবস্থা? সে বলে, আমার এটি ছাড়া আর কোন আক্ষেপ নেই যে, মদীনার কৃষকের দু'জন ছেলে আমাকে হত্যা করেছে, অর্থাৎ এমন লোকের বালকেরা যারা শাকসবজি উৎপাদনকারী কৃষকের সন্তান। মক্কাবাসীদের দৃষ্টিতে এ কাজকে নিম্নমানের কাজ মনে করা হতো এবং ধারণা করা হতো, এমন মানুষ অর্থাৎ মদীনার লোকেরা যুদ্ধবিগ্রহের কী বুঝে! কিন্তু তাকে হত্যা করেছে বা তার এ দর্পও চূর্ণ করেছে এরূপ লোকেরাই। উপরন্তু কেবল সেসব লোকই নয়, বরং তাদের সন্তানরা বা বালকরা, যারা তেমন অভিজ্ঞও ছিল না। আব্দুল্লাহ্ (রা.) তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার কোন (শেষ) ইচ্ছা আছে কি? তখন সে বলে, আমার ইচ্ছা হল, আমার গলা বা গ্রীবাদেশ একটু লম্বা করে কেটো। তিনি বলেন, তোমার এই ইচ্ছাও আমি পূর্ণ হতে দিব না আর কঠোর হস্তে চিবুক ঘেষে তার গলা কাটেন। সে যেটিকে ঈদ হিসেবে উদ্‌যাপন করতে চেয়েছিল সেটিই তার জন্য শোকে পরিণত হল এবং যে মদ সে পান করেছিল তা-ও হজম করার সৌভাগ্য তার হয় নি। **{খুতবাতে মাহমুদ (খেতাবাত ঈদুল ফিতর) ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১}**

বদরের যুদ্ধে হযরত মুআওয়েয (রা.) যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হন, আবু মুসাফাহ্ তাঁকে শহীদ করেছিল। **{আল্ ইস্তিয়াব ফী মা'রেফাতিল্ আসহাব, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৪৪২, মুআওয়েয বিন আফরা (রা.), বৈরুতের দারুল জীল থেকে ১৯৯২ সালে প্রকাশিত}**

পরবর্তী যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তিনি হলেন, হযরত উবাই বিন কা'ব (রা.)। হযরত উবাই (রা.) আনসারীদের খাযরাজ গোত্রের শাখা বনু মুয়াবিয়ার সদস্য ছিলেন। হযরত উবাই (রা.)'র পিতার নাম কাব বিন কায়েস আর মায়ের নাম ছিল সুহায়লা বিনতে আসওয়াদ। হযরত উবাই বিন কা'ব (রা.)'র দু'টি ডাকনাম ছিল, একটি হল আবু মুনযের, যা রেখেছিলেন মহানবী (সা.) এবং দ্বিতীয়টি হল আবু তোফায়েল, যা হযরত উমর (রা.) তার পুত্র

তোফায়েলের সূত্রে রেখেছিলেন। {উসদুল গাবাহ্, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৮-১৬৯, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০১৬ সালে প্রকাশিত}

হযরত উবাই (রা.) মধ্যমাকায় ছিলেন, অর্থাৎ মধ্যম আকৃতির ছিলেন। হযরত উবাই বিন কা'বের মাথার চুল ও দাঁড়ি ছিল শুভ্র রঙের। তিনি (রা.) খিযাব বা কলপ ব্যবহার করে নিজের বার্ধক্য বা বয়স লুকাতেন না। (তাবাকাতুল কুবরা লি-ইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৭৮, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০১৭ সালে প্রকাশিত} অর্থাৎ মাথার চুলে বা দাঁড়িতে রঙ লাগাতেন না। হযরত উবাই বিন কা'ব (রা.) ৭০জন সঙ্গীসহ আকাবার দ্বিতীয় বয়আতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্ব থেকেই তিনি (রা.) লেখাপড়া জানতেন আর ইসলাম গ্রহণের পর তিনি মহানবী (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ ওহী লেখার সৌভাগ্য লাভ করেন। মহানবী (সা.) হযরত উবাই বিন কা'ব (রা.) এবং হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ (রা.)'র মাঝে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন রচনা করিয়েছিলেন। যদিও অপর এক বর্ণনামতে, মহানবী (সা.) হযরত উবাই বিন কা'ব (রা.) এবং হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রা.)'র মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করিয়েছিলেন। (তাবাকাতুল কুবরা লি-ইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৭৮, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০১৭ সালে প্রকাশিত}

হযরত উবাই বিন কা'ব (রা.) সম্পর্কে জানা যায় যে, আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে আদেশ দেন তিনি (সা.) যেন হযরত উবাই বিন কা'ব (রা.)-কে কুরআন পাঠ করে শোনান। মহানবী (সা.) বলেন, হযরত উবাই বিন কা'ব (রা.) হল আমার উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ক্বারী। (তাবাকাতুল কুবরা লি-ইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৭৮, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০১৭ সালে প্রকাশিত}

আর এ কারণেই তাঁর (রা.) সম্পর্কে এটি বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁর পবিত্র কুরআনের গভীর জ্ঞান তার ছিল। পরে এ সম্পর্কে আরও বর্ণনা আসবে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, **'হযরত উবাই বিন কা'ব (রা.) সেই ৪জনের ১জন ছিলেন যাদের সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছিলেন, এঁরা হলেন উম্মতের ক্বারী। অর্থাৎ কেউ যদি কুরআন শিখতে চায় তাহলে যেন এঁদের কাছে শিখে'**। (তফসীরে কবীর, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ৮৪)

এরপর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) যেসব কাতেব তথা লিপিকারদের দিয়ে পবিত্র কুরআন লিপিবদ্ধ করাতেন তাদের মধ্যে ইতিহাস থেকে নিম্নলিখিত ১৫ জনের নাম প্রমাণিত–

যায়েদ বিন সাবেত (রা.), উবাই বিন কা'ব (রা.), আব্দুল্লাহ্ বিন সা'দ বিন আবী সারহ্ (রা.), যুবায়ের বিন আল্ আওয়াম (রা.), খালিদ বিন সাঈদ বিন আল্ আ'স (রা.), আবান বিন সাঈদ আল্ আ'স (রা.), হানযালাহ্ বিন আর্ রবি আল-আসাদী (রা.), মুআইকীব বিন আবী ফাতেমা (রা.), আব্দুল্লাহ্ বিন আরকাম আয্ যুহরী (রা.), শুরাহ্বীল বিন হাসানাহ্ (রা.), আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.), হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.), হযরত উসমান (রা.) এবং হযরত আলী (রা.)। মহানবী (সা.)-এর প্রতি যখন পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হতো তখন তিনি (সা.) তাঁদের মধ্য থেকে কাউকে ডেকে ওহী লিপিবদ্ধ করাতেন'। (দীবাচাহ্ তফসীরুল কুরআন, আনওয়ারুল উলূম, ২০তম খণ্ড, ৪২৫-৪২৬)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একস্থানে বলেছেন, 'মহানবী (সা.) শিক্ষকদের এমন একটি দল প্রস্তুত করেছিলেন যারা কুরআন পড়াতেন। যাঁরা মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে পুরো কুরআন মুখস্ত করে পরবর্তীতে তা অন্যদের পড়াতেন। এই চারজন ছিলেন শীর্ষস্থানীয় শিক্ষক, যাঁদের কাজ ছিল মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে কুরআন পড়া এবং লোকদের কুরআন পড়ানো। এরপর তাদের অধীনস্থ অনেক সাহাবী (রা.) এমন ছিলেন যাঁরা মানুষকে পবিত্র

কুরআন পড়াতেন। এই চারজন শীর্ষস্থানীয় শিক্ষকের নাম হল, আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.), সালেম মওলা আবী হুযায়ফাহ্ (রা.), মু'আয বিন জাবাল (রা.) এবং উবাই বিন কা'ব (রা.)। এদের মধ্যে প্রথম দু'জন মুহাজির ছিলেন এবং অন্য দু'জন ছিলেন আনসারী। পেশাগত দিক থেকে আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.) একজন শ্রমিক ছিলেন, সালেম (রা.) একজন মুক্ত ক্রীতদাস ছিলেন, মু'আয বিন জাবাল (রা.) এবং উবাই বিন কা'ব (রা.) মদীনার নেতৃস্থানীয়দের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মোটকথা, সকল জাতি গোষ্ঠিকে দৃষ্টিপটে রেখে মহানবী (সা.) সকল শ্রেণি বা গোষ্ঠি থেকে ক্বারী বা কুরআনের শিক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেছেন,**'খুযুল কুরআনা মিন আরবাআতি (মিন) আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদিন ওয়া সালেমিন ওয়া মু'আয বিন জাবালিন ওয়া উবাই বিন কা'ব'**, (অর্থাৎ তোমরা আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ, সালেম, মু'আয বিন জাবাল এবং উবাই বিন কা'ব (রা.)– এই চার জনের কাছ থেকে কুরআন শিখবে।) এই চারজন এমন মানুষ ছিলেন যারা মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে পুরো কুরআন শিখেছেন অথবা তাঁকে শুনিয়ে শুদ্ধ করে নিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের ছাড়াও মহানবী (সা.)-এর আরো অনেক সাহাবী ছিলেন যারা সরাসরি মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে কিছু না কিছু কুরআন শিখতেন।' **(দীবাচাহ্ তফসীরুল কুরআন, আনওয়ারুল উলূম, ২০তম খণ্ড, ৪২৭-৪২৮)**

হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) হযরত উবাই (রা.)-কে (উদ্দেশ্য করে) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন তোমাকে সূরা **'লাম ইয়াকুনিল্লাযিনা কাফারু মিন আহ্লিল কিতাবি'** (অর্থাৎ সূরা আল্ বাইয়্যেনাহ্) পড়ে শোনাই। হযরত উবাই (রা.) জিজ্ঞেস করেন, (আল্লাহ্ তা'লা) কি আমার নাম নিয়েছেন? তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ। হযরত উবাই (রা.) এ কথা শুনে কাঁদতে আরম্ভ করেন। এটি বুখারী শরীফের হাদীস। **(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল মানাকেব আল্ আনসার বাব মানাকেব উবাই বিন কা'ব, হাদীস নং: ৩৮০৯)**

যদিও আরেকটি বর্ণনায় উল্লেখ আছে, হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) হযরত উবাই বিন কা'ব (রা.)-কে বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন আমি যেন তোমাকে কুরআন পড়ে শুনাই। হযরত উবাই (রা.) জিজ্ঞাসা করেন, আল্লাহ্ তা'লা কি আপনার কাছে আমার নাম উল্লেখ করেছেন? তিনি (সা.) উত্তরে বলেন, হ্যাঁ। হযরত উবাই (রা.) বলেন, উভয় জগতের প্রতিপালকের সমীপে আমার উল্লেখ হয়েছে? মহানবী (সা.) বলেন, হ্যাঁ। এ কথা শুনে হযরত উবাই (রা.)'র চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়ে। **(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুত্ তফসীর, বাব সূরা লাম ইয়াকুন, হাদীস নং: ৪৯৬১)**

এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)ও তাঁর নিজের ভাষায় বর্ণনা করেছেন। তিনি (রা.) বলেন, 'আবু হাইয়্যাহ্ বদরী (রা.) বর্ণনা করেন, "যখন সূরা **'লাম ইয়াকুন'** সম্পূর্ণ অবতীর্ণ হয় (অর্থাৎ তা একসাথে অবতীর্ণ হয়) তখন হযরত জিব্রাঈল (আ.) মহানবী (সা.)-কে বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন; আপনি যেন এই সূরাটি উবাই বিন কা'বকে মুখস্ত করিয়ে দেন। তখন মহানবী (সা.) হযরত উবাই বিন কা'ব (রা.)-কে বলেন, জিব্রাঈল আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন অর্থাৎ আমার নিকট আল্লাহ্ তা'লার এই নির্দেশ পৌঁছিয়েছেন যে, আমি যেন তোমাকে এই সূরাটি মুখস্ত করিয়ে দেই। উবাই বিন কা'ব (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আল্লাহ্ তা'লার সমীপে কি আমার কথাও উল্লেখ হয়েছে? তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ। একথা শুনে উবাই বিন কা'ব (রা.) আনন্দের আতিশয্যে কেঁদে ফেলেন'। **(তফসীরে কবীর, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৩৪২)**

মহানবী (সা.)-এর (ইন্তেকালের) পর হযরত উমর ফারুক (রা.) বেশ কয়েকবার এই বাক্যের স্মৃতি রোমন্থন করেন। একবার মসজিদে নব্বীর মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলেন, সবচেয়ে বড় ক্বারী হলেন, উবাই (রা.)। সিরিয়ার প্রসিদ্ধ সফরে জাবিয়াহ্ নামক স্থানে, (জাবিয়াহ্ দামেস্কের পার্শ্ববর্তী একটি গ্রামের নাম) এক খুতবায় তিনি (রা.) বলেন, **'মান আরাদাল্ কুরআনা, ফালইয়াতি উবাইয়্যান'**। অর্থাৎ, যার কুরআনের (প্রতি) আগ্রহ আছে সে যেন উবাই এর কাছে আসে। **(সীয়ারুস্ সাহাবাহ্, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৪৯, করাচীর উর্দূ বাজারস্থ দারুল্ এশায়াত থেকে প্রকাশিত), (মু'জিমুল বুলদান, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯১)**

হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, চার ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর যুগে পুরো কুরআন মুখস্থ করেছিলেন। তাঁরা সবাই আনসারী ছিলেন– অর্থাৎ, হযরত উবাই বিন কা'ব (রা.), হযরত মু'আয বিন জাবাল (রা.), হযরত আবু যায়েদ (রা.) এবং হযরত যায়েদ বিন সাবেত (রা.)। এটি বুখারীর হাদীস। **(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল মানাকেব, আল্ আনসার বাব মানাকেব যায়েদ বিন সাবেত, হাদীস নংঃ ৩৮১০, রাবওয়ার নাযারাতে এশায়াত কর্তৃক প্রকাশিত অনুবাদ, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ২৯০)**

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, 'আনসারদের মধ্য থেকে প্রসিদ্ধ হাফিযদের নাম হল- উবাদাহ্ বিন সামেত (রা.), মু'আয (রা.), মুজাম্মে' বিন হারেসাহ্ (রা.), ফাযালাহ্ বিন উবায়েদ (রা.), মাসলামাহ্ বিন মুখাল্লাদ (রা.), আবুদ দারদা (রা.), আবু যায়েদ (রা.), যায়েদ বিন সাবেত (রা.), উবাই বিন কা'ব (রা.), সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) এবং উম্মে ওরাকাহ্ (রা.)। **(দীবাচাহ্ তফসীরুল কুরআন, আনওয়ারুল উলূম, ২০তম খণ্ড, ৪৩০)**

মহানবী (সা.) বলেন, আমার উম্মতের প্রতি সর্বাধিক অনুগ্রহশীল হলেন হযরত আবু বকর (রা.), আর খোদার ধর্মের খাতিরে সর্বাধিক কঠোর হলেন হযরত উমর (রা.), অর্থাৎ তাঁর মাঝে নীতির ক্ষেত্রে আপোষহীনতা রয়েছে। আর লজ্জার দিক থেকে সবচেয়ে পরিপূর্ণ হলেন হযরত উসমান (রা.)। অর্থাৎ লজ্জাশীলতার সর্বাধিক উন্নত মানে উপনীত হলেন হযরত উসমান (রা.)। হালাল ও হারামের বিষয়ে সর্বাধিক জ্ঞানী হলেন হযরত মু'আয বিন জাবাল (রা.)। ফরয বা ধর্মের অবশ্য পালনীয় বিষয়ে সর্বাধিক জ্ঞানী হলেন হযরত যায়েদ বিন সাবেত (রা.)। কিরাআতের সর্বাধিক জ্ঞান রাখেন হযরত উবাই বিন কা'ব (রা.)। প্রত্যেক উম্মতের একজন আমীন থাকেন; এই উম্মতের আমীন হলেন, হযরত আবু উবায়দাহ্ বিন জাররাহ্ (রা.)। **{জামে তিরমিযী, আবওয়াবুল মানাকেব, বাব মানাকেব মু'আয বিন জাবাল (রা.)... হাদীস নংঃ ৩৭৯০}** যাঁর অর্থাৎ হযরত আবু উবায়দাহ্ (রা.)'র স্মৃতিচারণ ইতিপূর্বে করা হয়েছে।

মহানবী (সা.)-এর মদীনায় আগমনের পর হযরত উবাই বিন কা'ব (রা.)ই মহানবী (সা.)-এর সর্বপ্রথম ওহী লেখক ছিলেন। সে যুগে কিতাব বা কুরআনের শেষে কাতেব বা লিপিকারের নাম লেখার রীতি ছিল না; হযরত উবাই (রা.) সর্বপ্রথম এর সূচনা করেন। পরবর্তীতে অন্যান্য বুযূর্গরাও এর অনুসরণ করেন। **(উসদুল গাবাহ্, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭০, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০১৬ সালে প্রকাশিত), (সীয়ারুস্ সাহাবাহ্, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৫৮, করাচীর উর্দূ বাজারস্থ দারুল্ এশায়াত থেকে প্রকাশিত)**

অর্থাৎ পূর্বে লিপিকারের নাম লেখা হতো না, কেবল লিপিবদ্ধ করা হতো। হযরত উবাই (রা.) এই কাজ আরম্ভ করেন, অর্থাৎ লেখার পর শেষে নিজের নাম লিখে দেন যে, এটি আমি লিপিবদ্ধ করেছি। এরপর এটি রীতি হিসেবে প্রচলন লাভ করে।

হযরত উবাই (রা.) পবিত্র কুরআনের এক একটি অক্ষর মহানবী (সা.)-এর পবিত্র মুখ থেকে শুনে মুখস্থ করেছিলেন। মহানবী (সা.)ও তাঁর আগ্রহ দেখে তাঁর শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি

বিশেষ মনোযোগ দিতেন। নবুয়্যতের প্রতাপ (অনেক সময়) জ্যেষ্ঠ সাহাবীদেরকেও প্রশ্ন করা থেকে বিরত রাখত, কিন্তু হযরত উবাই (রা.) নির্দ্বিধায় যা চাইতেন প্রশ্ন করতেন। এমন নয় যে, তিনি অহেতুক প্রশ্ন করতেন, নবুয়্যতের প্রতাপ ও মর্যাদার গণ্ডির ভেতরে থেকে যেভাবে প্রশ্ন করা উচিত সেভাবে প্রশ্ন করতেন, কিন্তু কোন দ্বিধা ছিল না। তাঁর আগ্রহ দেখে কখনও কখনও মহানবী (সা.) স্বয়ং আরম্ভ করতেন এবং জিজ্ঞাসা না করতেই বলে দিতেন। **(সীয়ারুস্ সাহাবাহ্, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৪৮, করাচীর উর্দূ বাজারস্থ দারুল্ এশায়াত থেকে প্রকাশিত)**

একবার মহানবী (সা.) ফজরের নামায পড়ান এবং তাতে একটি আয়াত পাঠ করতে ভুলে যান। হযরত উবাই (রা.) প্রথম দিকে নামাযে ছিলেন না, বরং মাঝখান থেকে যোগ দিয়েছিলেন। নামায শেষে মহানবী (সা.) মানুষের কাছে জিজ্ঞেস করেন, কেউ আমার ক্বিরাআতের প্রতি লক্ষ্য করেছিলে কি? সবাই নীরব থাকে। অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করেন, উবাই বিন কা'ব (রা.) আছে কি? ততক্ষণে হযরত উবাই (রা.) নামায শেষ করেছিলেন। সম্ভবত দ্বিতীয় রাকাতে পাঠ ভুল হয়েছিল অথবা আয়াত পড়তে ভুলে গিয়েছিলেন, যা হযরত উবাই বিন কা'ব (রা.) যোগ দেয়ার পর শুনেছিলেন। হযরত উবাই (রা.) নামায পড়া শেষ করেন এবং বলেন যে, আপনি অমুক আয়াত পড়েন নি। তিনি (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনার কথা সঠিক, আপনি তিলাওয়াতের সময় অমুক আয়াত পড়েন নি, সেটি কি মনসুখ বা রহিত হয়ে গেছে, নাকি আপনি পড়তে ভুলে গিয়েছিলেন? উত্তরে মহানবী (সা.) বলেন, না, বরং আমি পড়তে ভুলে গিয়েছিলাম। অতঃপর মহানবী (সা.) হযরত উবাই (রা.)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, আমি জানতাম; তুমি ছাড়া আর কেউ এটি লক্ষ্য করবে না। **(সীয়ারুস্ সাহাবাহ্, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৪৮, করাচীর উর্দূ বাজারস্থ দারুল্ এশায়াত থেকে প্রকাশিত)**

হযরত উবাই বিন কা'ব (রা.) বর্ণনা করেন, আমি মসজিদে ছিলাম। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি মসজিদে আসে এবং নামায পড়তে আরম্ভ করে। অতঃপর সে এমন উচ্চারণে ক্বিরাআত করে যা আমার নিকট অপরিচিত বা অদ্ভুত মনে হয়। তারপর আরেক ব্যক্তি মসজিদের ভেতরে আসে। সে তার সঙ্গীর চেয়ে ভিন্ন উচ্চারণে তিলাওয়াত করে। অতঃপর আমরা যখন নামায শেষ করি তখন আমরা সবাই মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হই। আমি নিবেদন করি, এই ব্যক্তি এমন উচ্চারণে তিলাওয়াত করেছে যা আমার কাছে অদ্ভুত লেগেছে। তারপর দ্বিতীয় ব্যক্তি আসে এবং সে নিজ সঙ্গীর চেয়ে ভিন্ন উচ্চারণে তিলাওয়াত করে। মহানবী (সা.) তাদের দু'জনকে বলেন, ঠিক আছে, এখন তোমরা আমাকে পড়ে শোনাও। তারা উভয়ে পবিত্র কুরআন পাঠ করে শোনায়। মহানবী (সা.) তাদের উভয়ের পড়ার পদ্ধতিকে সঠিক আখ্যা দিয়ে বলেন, তোমরা উভয়েই সঠিক (তিলাওয়াত করেছ)। হযরত উবাই (রা.) বলেন, আমি মত পোষণ করেছিলাম যে, তারা ভুল পড়েছে, মহানবী (সা.) যখন তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং তাদের উভয়কে সঠিক আখ্যা দেন, তখন আমি এতটা লজ্জিত হই, যা অজ্ঞতার যুগেও কখনও হই নি; যখন কি-না আমি কিছুই জানতাম না। অর্থাৎ, আমি সারাজীবনে কখনও এমন লজ্জা পাই নি, যা সে সময় পেয়েছিলাম। মহানবী (সা.) যখন আমার ওপর বিরাজমান উক্ত অবস্থা দেখেন, অর্থাৎ চেহারায় লজ্জার ছাপ যখন প্রকাশ পায় আর যখন কিনা আমার সারাদেহ ঘর্মাক্ত ছিল আর ভীতত্রস্ত অবস্থায় আমি যেন মহামহিমান্বিত খোদাকে দেখতে পাচ্ছিলাম, তখন আমার বুক চাপড়ে, মহানবী (সা.) আমাকে বলেন, হে উবাই! আমাকে (ফিরিশ্‌তাদের মাধ্যমে) বার্তা পাঠানো হয়েছে, আমি যেন পবিত্র কুরআন এক-অভিন্ন উচ্চারণরীতিতে পাঠ করি। আমি এর

উত্তরে বলি, আমার উম্মতের জন্য সহজসাধ্য করে দিন। অতঃপর তিনি আমাকে দ্বিতীয়বার এই উত্তর দেন যে, আমি যেন কুরআন দু'টি উচ্চারণরীতিতে পাঠ করি। আমি পুনরায় বলি, আমার উম্মতের জন্য সহজসাধ্য করে দিন। এরপর তৃতীয়বার তিনি আমাকে উত্তর দেন যে, তুমি তা সাত উচ্চারণরীতিতে পাঠ কর। অতএব, প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরে তোমাকে একটি করে দোয়া করার অধিকার দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ সেই ফিরিশতা বা জিবরাঈল (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার পয়গাম হল, তোমাকে প্রতিটি ক্বিরাআতের পরিবর্তে দোয়া করার অধিকার প্রদান করেছেন, যা তুমি আমার কাছে চাইতে পার। মহানবী (সা.) বলেন, তখন আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্! আমার উম্মতকে তুমি ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ্! আমার উম্মতকে তুমি ক্ষমা করে দাও। আর তৃতীয় দোয়াটি আমি সেদিনের জন্য সংরক্ষণ করে রেখেছি যেদিন সমগ্র সৃষ্টি আমার পথপানে চেয়ে থাকবে, এমনকি হযরত ইব্রাহীম (আ.)-ও। **(সহীহ্ মুসলিম, কিতাব সালাতিল মুসাফিরীন ওয়া কাসরিহা বাব বয়ানু আন্নাল কুরআন... নূর ফাউণ্ডেশন কর্তৃক অনুদিত, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩০৮-৩০৯)**

হযরত উবাই বিন কা'ব (রা.) পবিত্র কুরআন পাঠে যে উৎকর্ষ সাধন করেছিলেন তার ধারণা এ থেকেও হতে পারে যে, স্বয়ং মহানবী (সা.) তাঁর দ্বারা কুরআন খতম করাতেন। কাজেই, যে বছর মহানবী (সা.) মৃত্যুবরণ করেন সে বছর তিনি হযরত উবাই (রা.)-কে কুরআন পাঠ করে শোনান এবং বলেন, জিবরাঈল আমাকে বলেছিল, উবাই (রা.)-কে কুরআন শুনিয়ে দিন। **(সীয়ারুস্ সাহাবাহ্, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৪৯, করাচীর উর্দূ বাজারস্থ দারুল্ এশায়াত থেকে প্রকাশিত)**

মহানবী (সা.) হযরত উবাই (রা.)-কে কুরআন পাঠ করে শোনান। মহানবী (সা.)-এর আশিসপূর্ণ যুগে হযরত উবাই (রা.) একজন ইরানীকে কুরআন পড়াতেন। তিনি যখন তাকে এই আয়াত إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ ।ٱلْأَثِيمِ طَعَامُ পড়ান সে أَثِيمِ শব্দটি সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারছিল না। ইরানীদের উচ্চারণরীতির কারণে ث অক্ষরটি সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারছিল না। প্রত্যেকবার তিনি যখন أَثِيمِ বলতেন তখন সে يتيم ('ইয়াতীম') বলে দিত। হযরত উবাই (রা.) খুবই উদ্বিগ্ন ছিলেন যে, তাকে কীভাবে শিখাব। মহানবী (সা.) সেদিক দিয়ে যাওয়ার সময় তাকে চিন্তিত দেখে সেখানে থামেন এবং এ কথা শুনে ইরানী ভাষায় বলেন, তাকে "ত্বাআমুয্ য্বাছীম", অর্থাৎ "য্বোয়া" দিয়ে উচ্চারণ করতে বল। তিনি যখন তাকে এভাবে উচ্চারণ করতে বলেন, তখন সে পরিষ্কারভাবে أَثِيمِ উচ্চারণ করে। তিনি **'যাছিম'** বলেছিলেন আর সে **'আছিম'** বলে অর্থাৎ সঠিকভাবে উচ্চারণ করে। তখন তিনি (সা.) হযরত উবাই (রা.)-কে বলেন, তার উচ্চারণ শুদ্ধ কর, তার ভাষাতেই তাকে বলে বুঝাও যেন সে সঠিক উচ্চারণে পবিত্র কুরআন পাঠ করতে পারে। তার মুখ থেকে শুদ্ধ উচ্চারণ বের কর, খোদা তা'লা তোমাকে এর প্রতিদান দিবেন। **(সীয়ারুস্ সাহাবাহ্, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৫২, করাচীর উর্দূ বাজারস্থ দারুল্ এশায়াত থেকে প্রকাশিত)**

একবার মহানবী (স.) জুমুআর দিন খুতবা প্রদান করছিলেন এবং (তাতে) সূরা তওবা পাঠ করেন। হযরত আবু দারদা (রা.) ও আবু যর (রা.) এ সূরা সম্পর্কে জানতেন না। খুতবা চলাকালেই তারা হযরত উবাই (রা.)-কে ইশারায় জিজ্ঞেস করেন, এ সূরা কখন অবতীর্ণ হয়েছে? আমি তো এখন পর্যন্ত এটি শুনিনি। হযরত উবাই (রা.) ইশারায় বলেন, চুপ থাক। নামাযান্তে তিনি যখন বাড়ি ফেরার জন্য উঠে দাঁড়ান, তখন উভয় বুযূর্গ হযরত উবাই (রা.)-কে বলেন, তুমি আমাদের প্রশ্নের উত্তর দাওনি কেন? উবাই (রা.) উত্তরে বলেন, আজ তোমাদের নামায নষ্ট হয়ে গেছে, আর তা-ও শুধুমাত্র একটি অনর্থক কাজের দরুন। একথা শুনে তাঁরা

মহানবী (সা.)-এর কাছে গিয়ে বলেন, উবাই (রা.) এমন কথা বলছেন। মহানবী (সা.) বলেন, **'(তিনি) সত্য বলেছেন'**, অর্থাৎ খুতবা চলাকালে তোমাদের কথা বলা উচিত হয়নি। **(সীয়ারুস্ সাহাবাহ্, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৫৭, করাচীর উর্দূ বাজারস্থ দারুল্ এশায়াত থেকে প্রকাশিত)**

হযরত উবাই বিন কা'ব (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, হে আবু মুনযের! তুমি কি জানো তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র যে কিতাব রয়েছে তাতে সবচেয়ে মহান আয়াত কোনটি? হযরত উবাই (রা.) বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.)ই সবচেয়ে ভালো জানেন। তিনি (সা.) পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, হে আবু মুনযের! তুমি কি জানো, তোমাদের কাছে রক্ষিত আল্লাহ্‌র যে কিতাব রয়েছে, তাতে সবচেয়ে মহান আয়াত কোনটি? তিনি (রা.) বলেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.)ই ভালো জানেন। পুনরায় তিনি (সা.) একই প্রশ্ন করলে আমি নিবেদন করি, اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ। এরপর মহানবী (সা.) আমার বুক চাপড়ে বলেন, খোদার কসম, হে আবু মুনযের! এ জ্ঞান তোমার জন্য আশিসময় হোক। **(সহীহ্ মুসলিম, কিতাব সালাতিল মুসাফিরীন ওয়া কাসরিহা, বাবু ফযলু সূরাতুল্ কাহ্‌ফু ওয়া আয়াতুল কুরসী, নূর ফাউণ্ডেশন কর্তৃক অনূদিত, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩০০)**

অর্থাৎ, তিনি (সা.) বলেন, ঠিক বলেছ আর এই উত্তর তিনি (সা.) পছন্দ করেন। মহানবী (সা.)-এর পবিত্র যুগে হযরত উবাই (রা.) হযরত তোফায়েল বিন আমর দওসীকে কুরআন পড়িয়েছিলেন। তিনি উপহারস্বরূপ তাঁকে একটি ধনুক প্রদান করেন। হযরত উবাই (রা.) সেটি (কাঁধে) ঝুলিয়ে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, এটি কোথা থেকে নিয়ে এলে? হযরত উবাই (রা.) বলেন, এটি এক শিষ্যের উপহার। তিনি (সা.) বলেন, এটি তাকে ফিরিয়ে দাও। ভবিষ্যতে এরূপ উপহার নেয়া থেকে বিরত থাকবে। অনুরূপভাবে একজন শিষ্য উপহারস্বরূপ কাপড় প্রদান করলে তখনও একই অবস্থার সৃষ্টি হয়। এজন্য পরবর্তীতে এসব বিষয় তিনি পুরোপুরি এড়িয়ে চলেন। অর্থাৎ কুরআন পড়ানোর বিনিময়ে কোন উপহার নেয়া যাবে না। সিরিয়ার লোকেরা যখন তাঁর কাছে পবিত্র কুরআন পড়তো এবং মদীনার লেখকদের দ্বারা তারা তা লিখাতোও তখন লেখার বিনিময় যেভাবে পরিশোধ করা হতো তা হল, সিরিয়ানরা তাদেরকে নিজেদের বাড়িতে খাবারে নিমন্ত্রণ জানাতো, বিনিময় হিসেবে নিজেদের সাথে খাবার খাইয়ে দিতো কিন্তু হযরত উবাই (রা.) এক বেলার জন্যও তাদের দাওয়াত গ্রহণ করতেন না। হযরত উমর (রা.) একদিন তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, সিরিয়ার খাবারের স্বাদ কেমন? হযরত উবাই (রা.) উত্তরে বলেন, আমি তাদের বাড়িতে খাবার খাই না, আমি নিজের খাবার খাই। **(সীয়ারুস্ সাহাবাহ্, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৫১-১৫২, করাচীর উর্দূ বাজারস্থ দারুল্ এশায়াত থেকে প্রকাশিত)**

হযরত উবাই (রা.) বদর, উহুদ, খন্দকসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সহযোদ্ধা ছিলেন। **(তাবাকাতুল কুবরা লি-ইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৭৮, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০১৭ সালে প্রকাশিত)**

উহুদের যুদ্ধে একটি তীর তাঁর (রা.) মূল শিরায় লাগে। সেই শিরাকে ইংরেজীতে Medium Vein বলে, যেটি মাথা, বক্ষ, পিঠ এবং হাত ও পায়ে রক্ত সঞ্চালন করে। এতে আঘাত লাগলে মহানবী (সা.) একজন চিকিৎসক প্রেরণ করেন, যিনি শিরাটি কেটে ফেলেন। এরপর তিনি নিজ হাতে সেই রগটি ঝলসে দেন (যাতে ক্ষতস্থান জোড়া লেগে যায়)। **(সীয়ারুস্ সাহাবাহ্, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৪১-১৪২, করাচীর উর্দূ বাজারস্থ দারুল্ এশায়াত থেকে প্রকাশিত), (উর্দূ অভিধান, ২২তম খণ্ড, পৃঃ ২৯, করাচীর উর্দূ অভিধান বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত), (কুহল শব্দের ব্যাখ্যায় অভিধানে এটি লেখা আছে)**

উহুদের যুদ্ধের একটি ঘটনা, যা পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে, তা সংক্ষিপ্তভাবে (আজ) এখানেও বলে দিচ্ছি। যুদ্ধের পর মহানবী (সা.) হযরত উবাই বিন কা'ব (রা.)-কে বলেন, তুমি গিয়ে আহতদের খোঁজ-খবর নাও। তিনি খুঁজতে খুঁজতে হযরত সা'দ বিন রবী' (রা.)'র কাছে গিয়ে উপস্থিত হন- যিনি গুরুতর আহত ও মুমূর্ষু অবস্থায় পড়ে ছিলেন। উবাই (রা.) তাঁকে বলেন, আপনি যদি আপনার আত্মীয়-পরিজনকে কোন বার্তা পৌঁছাতে চান- তাহলে আমাকে বলতে পারেন। হযরত সা'দ (রা.) মুচকি হেসে বলেন, আমি এ অপেক্ষায়-ই ছিলাম যে, কোন মুসলমান এদিকে আসলে তার মাধ্যমে (কিছু) বার্তা পাঠাবো। তিনি (রা.) আরও বলেন, আমার হাতে হাত রেখে প্রতিজ্ঞা কর যে, অবশ্যই (তুমি) আমার বার্তা পৌঁছে দিবে। তিনি (রা.) যে বার্তা দিয়েছিলেন তা হল, আমার সকল মুসলমান ভাইকে আমার পক্ষ থেকে সালাম পৌঁছাবে আর আমার স্বজাতি ও আমার আত্মীয়-পরিজনকে বলবে, মহানবী (সা.) আমাদের কাছে খোদার এক মহান আমানত। আমরা প্রাণের বিনিময়ে এই আমানত রক্ষার কাজ (যথাসাধ্য) করেছি। এখন আমরা বিদায় নিচ্ছি এবং এই আমানতের সুরক্ষার দায়িত্ব তোমাদের হাতে ন্যস্ত করছি। এমন যেন না হয় যে, তোমরা উক্ত আমানতের সুরক্ষায় কোনরূপ দুর্বলতা প্রদর্শন করবে। **(তফসীরে কবীর, ৭ম খণ্ড, পৃ:৩৩৮)**

৯ম হিজরীতে যাকাত যখন ফরয হয় আর মহানবী (সা.) যাকাত সংগ্রহের জন্য আরবের বিভিন্ন প্রদেশে যাকাত সংগ্রহকারীদের প্রেরণ করেন তখন হযরত উবাই (রা.) **বনু বাল্লী**, **বনু আযার** এবং **বনু সা'দ** গোত্রের যাকাত সংগ্রকারী নিযুক্ত হন। একবার হযরত উবাই (রা.) একটি গ্রামে যান। তখন এক ব্যক্তি নিজের পুরো পশুপাল তাঁর সম্মুখে এনে দাঁড় করায় যেন এগুলোর মাঝে যেটি পছন্দ হয়, সেটি যাকাত হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন। হযরত উবাই (রা.) উটগুলোর মধ্য থেকে একটি দুই বছর বয়স্ক বাচ্চাউট নিলেন। যাকাতদাতা বলল, এটি নিয়ে কী লাভ হবে? এটি না দুধ দিবে আর না-ই বাহনের যোগ্য। যদি আপনি নিতেই চান তাহলে এখানে (অনেকগুলো) উটনী আছে। মোটা তাজাও আর প্রাপ্তবয়স্কাও (সেখান থেকে কোন একটি নিয়ে নিন)। হযরত উবাই (রা.) বলেন, এটি কখনই সম্ভব নয়! মহানবী (সা.)-এর নির্দেশনা বিরুদ্ধ কোন কাজ আমি করতে পারবো না। বরং উত্তম হবে, আমার সাথে চলো। মদীনা এখান থেকে বেশি দূরে নয়, আমরা মহানবী (সা.)-এর কাছে যাই। তিনি যে নির্দেশনা দিবেন– তদনুযায়ী আমল করো।সেই ব্যক্তি হযরত উবাই (রা.)'র প্রস্তাবে সম্মত হয়ে তাঁর সাথে উটনী নিয়ে মদীনায় উপস্থিত হয় এবং মহানবী (সা.)-কে সমস্ত বৃত্তান্ত খুলে বলে। মহানবী (সা.) বলেন, তোমার যদি বড় উটনী দেয়ার ইচ্ছা থাকে তাহলে দিয়ে দাও, তা গ্রহণ করা হবে এবং আল্লাহ্ তোমাকে এর উত্তম প্রতিদান দিবেন। সেই ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর হাতে উটনী তুলে দিয়ে (সন্তুষ্টচিত্তে) ফেরত চলে যায়।

হযরত আবু বকর (রা.)'র খিলাফতকালে পবিত্র কুরআনের বিন্যাশ ও সংকলনের কাজ আরম্ভ হয়। এই কাজে সাহাবীদের যে দলটি নিযুক্ত করা হয় হযরত উবাই (রা.) তাঁদের আহ্বায়ক ছিলেন। তিনি (রা.) পবিত্র কুরআনের শব্দাবলী উচ্চারণ করতেন আর লোকেরা তা লিপিবদ্ধ করতো। এই কমিটি যেহেতু বিদগ্ধ লোকদের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল, তাই কোন কোন আয়াতের বিষয়ে মাঝে মাঝে আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কও হতো। যখন সূরা তওবার আয়াত ثُمَّ انصَرَفُوا ۚ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ (সূরা আত্ তওবা: ১২৭) লিপিবদ্ধ করা হয়, তখন সবাই বলে, 'এটি সবচেয়ে শেষে অবতীর্ণ হয়েছিল।' হযরত উবাই (রা.) বলেন, 'না, মহানবী

(সা.) এর পরে আরও দু'টি আয়াত আমাকে পড়িয়েছিলেন; এটি সর্বশেষ আয়াত নয়, বরং (সেটি) সর্বশেষ দুই আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াত।' (সীয়ারুস্ সাহাবাহ্, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৪২, করাচীর উর্দূ বাজারস্থ দারুল্ এশায়াত থেকে প্রকাশিত)

হযরত উমর (রা.) তাঁর খিলাফতকালে শত-শত কল্যাণকর বিষয়াদির সূচনা করেন, যার মধ্যে একটি হল **'মজলিসে শূরা'** প্রতিষ্ঠা। হযরত উমর (রা.)'র খিলাফতকালে ইসলাম ধর্মে মজলিসে শূরার প্রবর্তন হয়। এই মজলিস সুযোগ্য আনসার ও মুহাজির সাহাবীদের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল, যাদের মধ্যে খাযরাজ গোত্রের পক্ষ থেকে সদস্য ছিলেন হযরত উবাই বিন কা'ব (রা.)। (সীয়ারুস্ সাহাবাহ্, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৪২-১৪৩, করাচীর উর্দূ বাজারস্থ দারুল্ এশায়াত থেকে প্রকাশিত)

জাবের অথবা জুয়ায়বের নামক এক ব্যক্তি বর্ণনা করেন, আমি হযরত উমর (রা.)'র খিলাফতকালে নিজের কোন প্রয়োজনে তাঁর কাছে যাই। হযরত উমর (রা.)'র পাশেই এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে ছিলেন, যার চুল ও পোশাক ছিল শ্বেত-শুভ্র। তিনি বলেন, **'নিশ্চয় আমাদের জন্য এই (ইহকালে) অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর মাধ্যম ও পরকালের জন্য পাথেয় রয়েছে; আর এখানেই আমাদের সেসব কর্ম রয়েছে যেগুলোর প্রতিদান আমরা পরকালে লাভ করব'**। জাবের বলেন, আমি জিজ্ঞেস করি, **'হে আমীরুল মু'মিনীন! ইনি কে?' হযরত উমর (রা.) উত্তরে বলেন, 'ইনি মুসলমানদের নেতা উবাই বিন কা'ব'** (রা.)। (তাবাকাতুল কুবরা লি-ইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৭৮-৩৭৯, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০১৭ সালে প্রকাশিত)

ক্বারী আব্দুর রহমান বিন আব্দ বর্ণনা করেন, **"আমি রমযান মাসের এক রাতে হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)'র সাথে মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হই। গিয়ে দেখি, লোকজন পৃথক পৃথক দলে বিভক্ত; কেউ নিজের মত একা একা নামায পড়ছে আবার কেউ কেউ এমনও ছিল যাদের পিছনে আরও কিছুলোক নামায পড়ছে। হযরত উমর (রা.) বলেন, 'আমার মনে হয়, তাদেরকে যদি একই ক্বারীর ইমামতিতে সমবেত করে দেই, তাহলে এটি আরও উত্তম হবে। এরপর তিনি (রা.) এমনটি করার দৃঢ় সংকল্প করেন এবং হযরত উবাই বিন কা'ব (রা.)'র ইমামতিতে সবাইকে একত্রিত করেন।"** (সহীহ্ বুখারী, কিতাবুস সালাতুত্ তারাবীহ্, বাব ফযলু মান কামা রমাযান, হাদীস নং: ২০১০, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬৮০-৬৮১, রাবওয়ার নাযারাতে এশায়াত কর্তৃক প্রকাশিত অনুবাদ) অর্থাৎ তারা বোধহয় তখন রাতের বেলা নফল নামায পড়ছিলেন।

হযরত উবাই (রা.) সেসব পুণ্যাত্মার অন্যতম, যারা মহানবী (সা.)-এর কাছে হাদীসের একটি বৃহৎ অংশ শুনেছেন। এজন্যই অনেক সাহাবীও তাঁর হাদীসের দরসে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এ কারণেই তাঁর শিষ্যকুলের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন সাহাবীরা; অর্থাৎ সাহাবীরাও তাঁর কাছ থেকে হাদীস শুনতেন। হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.), হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রা.), হযরত উবাদাহ্ বিন সামেত (রা.), হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রা.), হযরত আবু মূসা আল্ আশআরী (রা.), হযরত আনাস বিন মালেক (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা.), হযরত সাহ্ল বিন সা'দ (রা.), হযরত সুলায়মান বিন সারদ (রা.)– এঁরা সবাই হযরত উবাইয় (রা.)'র কাছ থেকে হাদীসশাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করতেন। (সীয়ারুস্ সাহাবাহ্, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৫৩, করাচীর উর্দূ বাজারস্থ দারুল্ এশায়াত থেকে প্রকাশিত)

হযরত কায়েস বিন উবাদাহ্ (রা.) সাহাবীদের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে মদীনায় আসেন। তিনি (রা.) বর্ণনা করেন, "আমি হযরত উবাই বিন কা'ব (রা.)'র চেয়ে সম্মানিত আর কাউকে দেখি নি। নামাযের সময় ছিল, লোকজন সমবেত ছিল আর হযরত উমর (রা.)ও উপস্থিত ছিলেন। কোন একটি বিষয় শেখানোর প্রয়োজন ছিল। নামায শেষ হলে হযরত উবাই

(রা.) দাঁড়ান এবং সবাইকে মহানবী (সা.)-এর হাদীস শোনান। সবার উৎসাহ ও আগ্রহ এমন ছিল যে, সবাই তন্ময় হয়ে শুনছিলেন।" কায়েস (রা.)'র ওপর হযরত উবাইয় (রা.)'র এই অসাধারণ মর্যাদার গভীর প্রভাব পড়ে। **(সীয়ারুস্ সাহাবাহ্, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৫৪, করাচীর উর্দূ বাজারস্থ দারুল্ এশায়াত থেকে প্রকাশিত)**

একবার হযরত উমর (রা.)'র কাছে এক নারী আসে আর বলে, **'আমার স্বামী মৃত্যুবরণ করেছেন, কিন্তু আমি সন্তানসম্ভবা।'** হযরত উবাই (রা.) পবিত্র কুরআনের আলোকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতেন এবং ফিকাহ্ সংক্রান্ত বিষয়াবলীরও সমাধান করতেন, (এটি সেরকমই একটি ঘটনা)। যাহোক, সেই সন্তানসম্ভবা নারী এসে বলেন, **'আমার স্বামী মৃত্যুবরণ করেছেন এবং এখন সন্তান ভূমিষ্ট হয়েছে।'** 'যখন (স্বামী) মারা যায় তখন সন্তানসম্ভবা ছিলাম, এখন সন্তান ভূমিষ্ট হয়েছে; কিন্তু ইদ্দতের সময় এখনও পূর্ণ হয় নি। স্বামী মৃত্যুবরণ করলে চার মাস দশদিনের ইদ্দতকাল হয়ে থাকে, সেটি পূর্ণ হয় নি; এমতাবস্থায় আপনার অভিমত কী? আমি কি ইদ্দত পূর্ণ করব নাকি এতটুকুই যথেষ্ট? হযরত উমর (রা.) বললেন, তোমার নির্ধারিত ইদ্দত পূর্ণ কর, অর্থাৎ একজন বিধবা নারীর জন্য ইদ্দতের যে নির্ধারিত সময় রয়েছে তা পূর্ণ কর। তিনি জিজ্ঞেস করার জন্য হযরত উমর (রা.)'র নিকট থেকে হযরত উবাই বিন কা'ব (রা.)'র কাছে যান। হযরত উমর (রা.)'র নিকট সিদ্ধান্ত চাওয়ার বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন এবং হযরত উমর (রা.) এর উত্তরে কী বলেছেন তাও হযরত উবাই (রা.)-কে অবহিত করেন। হযরত উবাই (রা.) বলেন, তুমি হযরত উমর (রা.)-এর কাছে গিয়ে বল, উবাই বলছে যে, নারী হালাল হয়ে গেছেন; অর্থাৎ তার আর ইদ্দত পূর্ণ করার প্রয়োজন নেই। তিনি যদি আমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেন তবে আমি এখানেই আছি, আমাকে এসে ডেকে নিও। সেই মহিলা হযরত হযরত উমর (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে (সব খুলে বললে) তিনি বলেন, উবাই (রা.)-কে ডেকে নিয়ে আস। হযরত উবাই (রা.) এলে হযরত উমর (রা.) তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি এই সিদ্ধান্তে কীভাবে উপনীত হলেন? হযরত উবাই (রা.) উত্তরে বলেন, কুরআনের আলোকে। এরপর এই আয়াত পাঠ করেন, وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ **(সূরা আত্ তালাক: ৫)**। অর্থাৎ, আর গর্ভবতী নারীদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হল, তাদের ইদ্দতের মেয়াদ হল সন্তান প্রসব পর্যন্ত। এরপর বলেন, যেসব নারী অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় বিধবা হন তারাও এই সিদ্ধান্তের অন্তর্ভুক্ত এবং আমি মহানবী (সা.)-কে এই বিষয়ে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। হযরত উমর (রা.) সেই নারীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, হযরত উবাই (রা.) যা বলছেন তা সঠিক তা শিরোধার্য কর।

মহানবী (সা.)-এর চাচা হযরত আব্বাস (রা.)'র বাড়ি ছিল মসজিদে নববী সংলগ্ন। হযরত উমর (রা.) মসজিদটির সম্প্রসারণ করতে চাইলে তিনি হযরত আব্বাস (রা.)-কে বলেন আপনি এই বাড়িটি বিক্রি করে দিন, আমি এটি মসজিদে অন্তর্ভুক্ত করব। হযরত আব্বাস (রা.) বলেন, এটি হবে না। তখন হযরত উমর (রা.) বলেন, তাহলে হেবা করে দিন; হযরত আব্বাস (রা.) তা করতেও অস্বীকার করেন। তিনি নিজের মত ও পছন্দ-অপছন্দে দৃঢ় থাকতেন। এরপর হযরত উমর (রা.) বলেন, ঠিক আছে আপনি নিজেই মসজিদটি সম্প্রসারিত করে দিন। উম্মতের প্রতি এটি আপনার একটি মহানুভবতা হবে, নিজের বাড়িটি মসজিদের জন্য দিয়ে দিন। তখন হযরত আব্বাস (রা.) বলেন, আমি এটিও মানবো না। মোটকথা তিনি এতেও সম্মত হন নি। হযরত উমর (রা.) বলেন, এ তিনটি কথার কোন একটি আপনাকে মানতে হবে। হযরত আব্বাস (রা.) বলেন, আমি একটিও মানবো না। অবশেষে তাঁরা উভয়ই হযরত উবাই বিন

কা'ব (রা.)-কে বিচারক নির্ধারণ করে। ঘটনাটি বিচারক পর্যন্ত গড়ায়। হযরত উবাই (রা.) হযরত উমর (রা.)-কে বলেন, সম্মতি ছাড়া তাঁর সম্পদ নেয়ার কি অধিকার রয়েছে আপনার? হযরত উবাই (রা.) বলেন, না, আপনি নিতে পারেন না। হযরত উমর (রা.) উবাই (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, এ সম্পর্কে কুরআন থেকে নির্দেশনা বের করেছ, নাকি হাদীস থেকে? হযরত উবাই (রা.) বলেন, হাদীস থেকে আর তা হল, হযরত সোলায়মান (আ.) যখন বাইতুল মাকদাস নির্মাণ করেন তখন এর একটি প্রাচীর যা অন্য কারো জমিতে নির্মিত হয়েছিল তা ভেঙ্গে পড়ে। হযরত সোলায়মান (রা.)-এর ওপর ওহী অবতীর্ণ হয় যে, তার (অর্থাৎ জমির মালিকের) অনুমতি নিয়ে নির্মাণ কাজ কর। হযরত উমর (রা.) এ কথা শুনে নীরব হয়ে যান। কিন্তু হযরত আব্বাস (রা.)'র খিলাফতের প্রতি অবশ্যই নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা ছিল, বয়আতের অঙ্গীকারও ছিল, এসব ধারণা তাঁর মনমস্তিকে তখন প্রাধান্য বিস্তার করে। একবার যদিও না করে দিয়েছিলেন, কিন্তু পুণ্য ও তাক্বওয়া তো ছিলই এবং ধর্মের জন্য আত্মাভিমানও ছিল আর খিলাফতের প্রতি সম্মানও ছিল যা শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। হযরত উমর (রা.) যখন নীরব হয়ে যান তখন তিনি হযরত উমর (রা.)-কে বলেন, ঠিক আছে- আমি আমার বাড়িটি মসজিদের সঙ্গে যুক্ত করছি। **(সীয়ারুস্ সাহাবাহ্, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৫৫, করাচীর উর্দূ বাজারস্থ দারুল্ এশায়াত থেকে প্রকাশিত)**

হযরত উমর (রা.) একবার **'হজ্জে তামাত্তু'** করতে মানুষকে বারণ করার সংকল্প করেন। কোন কোন যুবকের হয়ত জানা নেই (তাই বলছি), হজ্জ তিন প্রকার। হজ্জে তামাত্তু হল, উমরার উদ্দেশ্যে এহরাম বেঁধে মক্কা পৌঁছে এবং প্রথমে উমরা করে এরপর এহরাম খুলে ফেলা হয়। এরপর পুনরায় ৮ই যুলহজ্জ নতুন করে এহরাম বেঁধে পুনরায় হজ্জ করতে হয়। সাধারণ হজ্জকে বলা হয় হজ্জে মুফরদ। হজ্জে কেরান হল, একই এহরামে উমরা ও হজ্জব্রত পালন করা। যাহোক, হযরত উমর (রা.) হজ্জে তামাত্তু করতে বারণ করেন। হযরত উবাই (রা.) বলেন, এটি থেকে বারণ করার কোন অধিকার আপনার নাই। অর্থাৎ হযরত উমর (রা.)-কে বাধা দিয়ে বলেন, এটি ঠিক নয়, এটি ভুল। যাহোক, এরপর হযরত উমর (রা.) বিরত হন। এরপর একবার হযরত উমর (রা.) কূফা থেকে তিন মাইল দূরত্বে অবস্থিত নজফ অঞ্চলের একটি শহর হীরার জুব্বা পরতে বারণ করার সিদ্ধান্ত নেন। কারণ, এই রঙে প্রস্রাবের সংমিশ্রণ থাকে অথবা হয়তো রঙের দাগ গাঢ়ো করার জন্য কোন প্রাণীর প্রস্রাব মেশানো হতো। যাহোক, হযরত উবাই (রা.) বলেন, আপনি এটারও অধিকার রাখেন না কেননা, মহানবী (সা.) নিজে এই রঙের কাপড় পরেছেন এবং সেখানকার জুব্বা পরেছেন আর আমরাও মহানবী (সা.)-এর যুগে পরিধান করেছি, কখনও কোন আপত্তি হয় নি বা প্রশ্ন ওঠেনি। তখন হযরত উমর (রা.) বিরত হন এবং বলেন, ঠিক আছে, আপনি ঠিকই বলেছেন। **(সীয়ারুস্ সাহাবাহ্, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৫৬, করাচীর উর্দূ বাজারস্থ দারুল্ এশায়াত থেকে প্রকাশিত), (মু'জিমুল বুলদান, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩২৮), (ফিকাহ্ আহমদীয়া, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩৫-৩৩৬)**

একবার হযরত উমর (রা.)'র খিলাফতকালে তাঁর ও হযরত উবাই (রা.)'র মাঝে একটি বাগানকে কেন্দ্র করে মতবিরোধ দেখা। হযরত উবাই (রা.) কেঁদে ফেলেন। আপনার যুগে এসব আশা করিনি! হযরত উমর (রা.) বলেন, আমার অভিপ্রায় এমন ছিল না। আপনি যেভাবে চান কোন মুসলমানের মাধ্যমে মীমাংসা করিয়ে নিন। আমার ও আপনার মাঝে মতবিরোধ আছে ঠিকই কিন্তু আমি নির্দেশ দিচ্ছি না। আমি মনে করি, আমার সিদ্ধান্ত সঠিক। মিমাংসার জন্য হযরত উবাই (রা.) হযরত যায়েদ বিন সাবেত (রা.)'র নাম প্রস্তাব করেন। হযরত উমর (রা.) সম্মত হন এবং হযরত যায়েদ (রা.)'র সামনে মামলা উত্থাপন করা হয়। হযরত উমর

(রা.) ইসলামের খলীফা হওয়া সত্ত্বেও একজন বিবাদী হিসাবে হযরত যায়েদ বিন সাবেত (রা.)'র আদালতে উপস্থিত হন। হযরত উমর (রা.) উবাই (রা.)'র দাবীর সাথে একমত ছিলেন না। হযরত উমর (রা.) তাকে বলেন, আপনি ভুলে যাচ্ছেন, চিন্তা করুন, স্মরণ করার চেষ্টা করুন। হযরত উবাই (রা.) কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলেন, আমার কিছুই মনে পড়ছে না। এরপর হযরত উমর (রা.) ঘটনার পুরো বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন অর্থাৎ বলেন, এই এই ঘটেছিল। হযরত যায়েদ (রা.) হযরত উবাই (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, আপনি যে বিষয়ের দাবী করছেন এর অনুকূলে কোন প্রমাণ আছে কী? তিনি বলেন, আমার কাছে কোন প্রমাণ নেই। তিনি শুধু বলেন, কোন প্রমাণ নেই আপনি আমীরুল মু'মিনীনকে কসম খেতে বলুন। হযরত উমর (রা.) বলেন, আমার পক্ষ থেকে যদি কসম খেতে হয় তাহলে এতে আমার কোন দ্বিধা নেই। যাহোক, বিতণ্ডা যাই ছিল অবশেষে তার মীমাংসা হয়ে যায়। **(সীয়ারুস্ সাহাবাহ্, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৪৫-১৪৬, করাচীর উর্দূ বাজারস্থ দারুল্ এশায়াত থেকে প্রকাশিত)**

হযরত উসমান বিন আফ্ফান (রা.) পবিত্র কুরআন সংকলনের কাজে কুরাইশ এবং আনসারদের ১২জনকে মনোনীত করেছিলেন। যাঁদের মাঝে হযরত উবাই বিন কা'ব (রা.) এবং হযরত যায়েদ বিন সাবেত (রা.)ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। **(তাবাকাতুল কুবরা লি-ইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৮১, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০১৭ সালে প্রকাশিত)**

হযরত উসমান (রা.)'র যুগে পবিত্র কুরআনের উচ্চারণ ও ক্বিরাআতের ভিন্নতা পুরো দেশেই ছড়িয়ে পড়েছিল। এ কারণে তিনি এই বৈষম্য বা ভিন্নতা দূর করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি বিভিন্ন ক্বিরআতকারীকে ডেকে প্রত্যেকের কাছ থেকে পৃথক পৃথকভাবে ক্বিরাআত শোনেন। হযরত উবাই বিন কা'ব (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.), হযরত মু'আয বিন জাবাল (রা.) প্রমুখ সবার ক্বিরাতে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। এটি দেখে হযরত উসমান (রা.) বলেন, আমি সকল মুসলমানকে এক-অভিন্ন উচ্চারণের কুরআনে একত্র করতে চাই। কুরাইশ ও আনসারদের ১২জন ছিলেন যারা পবিত্র কুরআনে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি রাখতেন। হযরত উসমান (রা.) তাদের স্কন্ধে এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেন এবং হযরত উবাই বিন কা'ব (রা.)-কে এই কমিটির সভাপতি নিযুক্ত করেন। তিনি অর্থাৎ হযরত উবাই বিন কা'ব (রা.) কুরআনের বাক্য বলতেন আর হযরত যায়েদ (রা.) তা লিপিবদ্ধ করতেন। বর্তমানে কুরআনের যে নুসখা বিদ্যমান রয়েছে তা হযরত উবাই বিন কা'ব (রা.)'র ক্বিরাআতের রীতি অনুসারে লিপিবদ্ধ। **(সীয়ারুস্ সাহাবাহ্, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৪৩, করাচীর উর্দূ বাজারস্থ দারুল্ এশায়াত থেকে প্রকাশিত)**

উতাই বিন যামরাহ বলেন, আমি উবাই বিন কা'ব (রা.)-কে বলি, আপনারা যাঁরা মহানবী (সা.)-এর সাহাবী, তাঁদের কি হয়েছে? আমরা দূর দূরান্ত থেকে আপনাদের কাছে এ আশায় আসি যে, আপনারা আমাদেরকে মহানবী (সা.)-এর কিছু কথা এবং ঘটনা শোনাবেন বা কোন বিষয় শিখাবেন। কিন্তু আমরা যখন আপনাদের কাছে আসি তখন আপনারা আমাদের কথাকে অতি সাধারণ মনে করেন। মনে হয় যেন আপনাদের দৃষ্টিতে আমাদের কোন গুরুত্বই নেই, কোন মূল্যই নেই। একথা শুনে হযরত উবাই বিন কা'ব (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি যদি আগামী জুমুআ পর্যন্ত বেঁচে থাকি তাহলে সেদিন এমন একটি কথা বলবো যা শুনে তুমি আমাকে হত্যা করবে নাকি জীবিত রাখবে– আমি তার প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ করি না। তিনি বলেন, জুমুআর দিন আমি মদীনায় যাই। সেখানে গিয়ে দেখি! অলি-গলিতে মানুষের ঢল নেমেছে। আমি বললাম, এ লোকদের কী হয়েছে? তখন একজন আমাকে বলে, তুমি কি এই শহরের বাসিন্দা নও, তখন আমি বললাম না। এতে সে বলল, আজ মুসলমানদের নেতা উবাই

বিন কা'ব (রা.) মৃত্যুবরণ করেছেন। তখন সে ব্যক্তি বলে, খোদার কসম! এমন আর কোনদিন আমি দেখিনি যাতে এভাবে কোন ব্যক্তির সাত্তারী করা হয়েছে। **(তাবাকাতুল কুবরা লি-ইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৮০, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০১৭ সালে প্রকাশিত)**

যেমনটি এই ব্যক্তি অর্থাৎ হযরত উবাই বিন কা'ব (রা.)'র গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়েছে। তিনি বলেছিলেন, আমি এমন একটি কথা বলবো যার ফলে আমার জানা নেই যে, তুমি আমার সাথে কী আচরণ করবে। বর্ণনাকারীর কথা থেকে এটিই মনে হয় যে, আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে এমন বিষয় প্রকাশ করা থেকে বিরত রেখেছেন যা হযরত উবাই বিন কা'ব (রা.) স্বতঃস্ফূর্তভাবে বর্ণনা করতে চাচ্ছিলেন না। তাঁর সেই কথার অর্থ কি ছিল তা আল্লাহ্ই ভালো জানেন। যাহোক, সেই ব্যক্তি তাঁর মৃত্যুর কথা শুনে বলে, আমি কখনও এমন দিন দেখিনি যাতে এভাবে কোন ব্যক্তির গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়েছে যেভাবে এই ব্যক্তির অর্থাৎ উবাই বিন কা'ব (রা.)'র গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়েছে।

হযরত উবাই বিন কা'ব (রা.) বর্ণনা করেন, আমি আট রাতে পবিত্র কুরআন পাঠ করে শেষ করি বা খতম করি। **(তাবাকাতুল কুবরা লি-ইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৭৯, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০১৭ সালে প্রকাশিত)**

মহানবী (সা.)-এর প্রতি হযরত উবাই (রা.)'র ভালোবাসার আতিশয্য দেখুন! মহানবী (সা.) মসজিদে নববীর স্তম্ভগুলোর মধ্য থেকে খেজুরের একটি কাণ্ডের পাশে দাঁড়িয়ে খুতবা প্রদান করতেন। পরবর্তীতে মহানবী (সা.)-এর যখন জন্য মিম্বর বানানো হয় আর তিনি (সা.) এতে বসে খুতবা দেয়া আরম্ভ করেন তখন এই স্তম্ভ থেকে চিৎকারের আওয়াজ আসে যা মসজিদে উপস্থিত সবাই শুনেছে। মহানবী (সা.) এই স্তম্ভের কাছে আসেন এবং এর ওপর হাত রাখেন তারপর এটিকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরেন তখন এই কাণ্ডটি সেই নিষ্পাপ শিশুর ন্যায় কাঁদতে শুরু করে যাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে শান্ত করা হয়; এক পর্যায়ে সেটি প্রশান্ত হয় এবং আওয়াজ আসা বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে যখন মসজিদ ভাঙা হয় এবং এতে কিছুটা পরিবর্তন আনা হয় তখন হযরত উবাই বিন কা'ব (রা.) সেই খেজুরকাণ্ডটি নিয়ে নেন এবং তা তাঁর কাছেই রাখেন শুধুমাত্র এ কারণে যে, মহানবী (সা.) এতে হেলান দিয়ে দাঁড়াতেন। তিনি এটি নিজের বাড়িয়ে নিয়ে যান এমনকি এটি পচতে আরম্ভ করে এবং উইপোকা তা খেয়ে ফেলে, এবং চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায় কিন্তু তারপরও তিনি সেটি মহানবী (সা.)-এর প্রতি পরম ভালোবাসার কারণে নিজের কাছে রাখেন। এটি মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বলের হাদীস এবং এর কিছু অংশ সহীহ বুখারীতেও রয়েছে। **(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, মুসনাদুল্ মুকসিরীন মিনাস্ সাহাবাহ্, মুসনাদ জাবের বিন আব্দুল্লাহ্, হাদীস নংঃ ১৪০৭৫), (সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল বুয়ূ' বাবুন নাজার, হাদীস নংঃ ২০৯৫), (সুনান ইবনে মাজাহ্, কিতাব ইকামাতিস্ সালাত ওয়া সুন্নাতি ফীহা বাবু মা জায়া ফী বাদয়ি শা'নিল মিমবর, হাদীস নংঃ ১৪১৪), (সীয়ারুস্ সাহাবাহ্, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৫৮, করাচীর উর্দু বাজারস্থ দারুল্ এশায়াত থেকে প্রকাশিত)**

মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের মধ্যে ছয়জন কাযী ছিলেন, তাঁরা হলেন, হযরত উমর (রা.), হযরত আলী (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.), হযরত যায়েদ বিন সাবেত (রা.), হযরত আবু মূসা আল্ আশআরী (রা.) এবং হযরত উবাই বিন কা'ব (রা.)। **(উসদুল গাবাহ্, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭০, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০১৬ সালে প্রকাশিত)**

সামুরাহ্ বিন জুনদুব (রা.) একজন অনেক বড় মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবী ছিলেন, তিনি নামাযে তকবীর এবং সূরা পড়ার পর কিছুটা সময় থেমে থাকতেন। অর্থাৎ **আল্লাহু আকবর** বলে কিছুক্ষণ নীরব থাকতেন এরপর সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন। এতে লোকেরা আপত্তি করে, তিনি হযরত উবাই (রা.)'র সমীপে লিখে পাঠান যে, এ সম্পর্কে লিখুন যে, আসল বিষয় কি? হযরত

উবাই (রা.) খুবই সংক্ষেপে উত্তর লিখে পাঠান, আপনার কর্মপন্থা শরীয়ত সম্মত অর্থাৎ আপনি যে বিরতী দেন এতে কোন সমস্যা নেই, এটি শরীয়তসম্মত আর আপত্তিকারীরা ভ্রান্তিতে নিপতিত। **(সীয়ারুস্ সাহাবাহ্, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৫৪, করাচীর উর্দূ বাজারস্থ দারুল্ এশায়াত থেকে প্রকাশিত)**

হযরত সোওয়ায়েদ বিন গাফলাহ্, যায়েদ বিন সাওজান এবং সুলায়মান বিন রবীয়াহ্ (রা.)'র সাথে কোন যুদ্ধাভিযানে গিয়েছিলেন। উযায়েব নামক স্থানে একটি চাবুক পড়ে ছিল। উযায়েব বনু তামীম এর একটি উপত্যকা যা কাদসিয়াহ্ এবং মুগীসাহ্'র মধ্যখানে একটি ঝর্ণাবহুল স্থান, যেটি কাদসিয়াহ্ থেকে চার মাইল দূরত্বে অবস্থিত। যাহোক, সেখানে পড়ে থাকা চাবুকটি সোওয়ায়েদ (রা.) তুলে নেন। (সঙ্গের) লোকেরা বলল, এটি ফেলে দাও– সম্ভবত কোন মুসলমানের হবে। তিনি বলেন, আমি কোনভাবেই এটি ফেলবো না। (এখানে) পড়ে থাকলে কোন নেকড়ে এসে এটি খেয়ে ফেলবে, তাদের গ্রাসে পরিণত হবে। আমি এটি কাজে লাগাবো, তাই ভালো হবে। এর কিছুদিন পর হযরত সোওয়ায়েদ (রা.) হজ্জের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, পথিমধ্যে ছিল মদীনা। তিনি হযরত উবাই (রা.)'র কাছে যান এবং চাবুক সংক্রান্ত ঘটনাটি বলেন। হযরত উবাই (রা.) বলেন, এ ধরণের ঘটনার সম্মুখীন আমিও হয়েছিলাম, মহানবী (সা.)-এর যুগে আমি (কারো হারিয়ে যাওয়া) একশ' দীনার পেয়েছিলাম। চাবুক বা একশ' দীনার যা-ই হোক না কেন প্রতিটি বস্তুর নিজস্ব মূল্য রয়েছে, তা আমানতই বটে। এবার মহানবী (সা.) যা বলেছিলেন তা শুনুন! হযরত উবাই (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) নির্দেশ দিয়েছিলেন, বছরজুড়ে লোকদের বলতে থাক বা জানাতে থাক, ঘোষণা করতে থাক। বছরান্তে বলেন, টাকার পরিমান ও চিহ্ন ইত্যাদি স্মরণ রেখ এবং আরো এক বছর অপেক্ষা করো। কেউ যদি চিহ্ন অনুযায়ী দাবী করে তাহলে তাকে ফেরত দিও নতুবা এটি তোমার হয়ে যাবে। **(সীয়ারুস্ সাহাবাহ্, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৫৬, করাচীর উর্দূ বাজারস্থ দারুল্ এশায়াত থেকে প্রকাশিত), (ফরহঙ্গে সীরাত, পৃঃ ১৯৭)**

অর্থাৎ, কোন কিছু কুড়িয়ে পেলে পুরো দু'বছর অর্থাৎ একবছর ঘোষণা দিতে থাকবে আর পরের বছর পর্যন্ত এর বিভিন্ন চিহ্ন স্মরণ রাখবে, আর (এর মধ্যে) কেউ দাবী করলে তাকে দিয়ে দিবে।

কোন হারানো বস্তু সম্পর্কে এক ব্যক্তি মসজিদে চিৎকার করছিল, ঘোষণা দিচ্ছিল যে, আমার অমুক জিনিষ হারিয়ে গেছে। এটি দেখে হযরত উবাই (রা.) রাগান্বিত হয়। তখন সেই ব্যক্তি বলে, মসজিদে আমি কোন অশ্লীল কথা তো বলিনি। তিনি (রা.) বলেন, একথা ঠিক; কিন্তু মসজিদে কোন হারানো বস্তুর ঘোষণা করাও মসজিদের শিষ্টাচার বহির্ভূত। **(সীয়ারুস্ সাহাবাহ্, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৫৭, করাচীর উর্দূ বাজারস্থ দারুল্ এশায়াত থেকে প্রকাশিত)**

হযরত উবাই (রা.)'র মৃত্যু-সন সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। এক বর্ণনা অনুসারে হযরত উমর (রা.)'র খিলাফতকালে বাইশ হিজরীতে হযরত উবাই (রা.)'র মৃত্যু হয়। যদিও অপর এক বর্ণনানুসারে হযরত উসমান (রা.)'র খিলাফতকালে ত্রিশ হিজরীতে (তাঁর) মৃত্যু হয়; আর এটিই অধিক নির্ভরযোগ্য কেননা, হযরত উসমান (রা.) কুরআন সংকলনের দায়িত্ব হযরত উবাই (রা.)'র প্রতি অর্পণ করেছিলেন। **(তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৮১, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০১৭ সালে প্রকাশিত), (আল্ ইসাবাহ্, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৫-৩৬, বৈরুতের দারুল্ ফিক্র থেকে ২০০১ সালে প্রকাশিত)**

হযরত উবাই (রা.)'র সন্তানদের মধ্যে ছিলেন, তোফায়েল এবং মুহাম্মদ আর তাঁর সন্তানদের মায়ের নাম ছিল, উম্মে তোফায়েল বিনতে তোফায়েল। তিনি দওস গোত্রের সদস্যা

ছিলেন। হযরত উবাই (রা.)'র এক কন্যার নাম উম্মে আমর বর্ণিত হয়েছে। **(তাবাকাতুল কুবরা লি-ইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৭৮, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০১৭ সালে প্রকাশিত)**

এরই মাধ্যমে তাঁর ঘটনাবলী বা স্মৃতিচারণ শেষ হচ্ছে।

(আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৩ থেকে ১০ নভেম্বর, ২০২০, পৃঃ ৫-১০)

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনুদিত)